ANANDABAZAR PATRIKA DATED 24.07.2022

আগামী মার্চেই কলকাতায় আসতে পারে পাইপে গ্যাস

দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত

সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী মার্চ-এপ্রিলেই কলকাতায় পাইপলাইনের মাধ্যমে আসতে পারে গেলের প্রাকৃতিক গ্যাস। হুগলির রাজারামবাটি ও নদিয়ার গয়েশপুর পর্যন্ত গেলের পাইপলাইন তৈরির পরে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসিএল) ও বেঙ্গল গ্যাস (বিজিসিএল) তাদের আলাদা পাইপলাইনের মাধ্যমে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সেই গ্যাস সরবরাহ করবে। গয়েশপুরে গেলের লাইন আসবে গঙ্গার নীচে দিয়ে। সেই কাজ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা।

দেশ জুড়ে প্রাকৃতিক গ্যাস বণ্টনের পরিকাঠামো (সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন) গড়তে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা ভাগ করে বরাত দেয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক পিএনজিআরবি। এ রাজ্যের সব জেলার ক্ষেত্রেই বরাতের প্রক্রিয়া সারা। বিজিসিএল, আইওসি-আদানি গোষ্ঠী, এইচপিসিএল, ইন্ডিয়ান অয়েল ও ভারত পেট্রোলিয়াম বিভিন্ন এলাকার বরাত পেয়েছে। সকলেই গ্যাস নেবে গেলের থেকে।

প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রের খবর, পাইপলাইন বসাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের নিয়ম-নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি ব্যবহারের ছাড়পত্র নিতে হচ্ছে গেল-কে। সেই সময় ধরে গয়েশপুর পর্যন্ত কাজের লক্ষ্য স্থির হয়েছে মার্চ-এপ্রিল। সেখান থেকে গ্রাহক ও ক্রেতার কাছে গ্যাস বিক্রির পরিকাঠামো গড়ছে বিজিসিএল এবং এইচপিসিএল। তারাও ওই সময়ে কিছু এলাকায় সরাসরি ক্রেতাদের পাইপে গ্যাস জোগানোয় আশাবাদী। এইচপিসিএল জানিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে পাণ্ডুয়া ও গয়েশপুরে ৫০০০টি করে বাড়িতে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। গয়েশপুর থেকে গ্যাস পেলে কল্যাণী, রাজারহাট-নিউটাউন-সহ সংলগ্ন এলাকায় পরিষেবা শুরুর বিষয়ে আশাবাদী বেঙ্গল গ্যাসও।

তবে ছাড়পত্র যেমন মিলছে, তেমনই কিছু ক্ষেত্রে সময়ও লাগছে বলে খবর সংশ্লিষ্ট মহলের। যেমন রাজারামবাটি থেকে হাওড়া হয়ে হলদিয়ার অংশে ছাড়পত্র মিললেই গেলের পাইপলাইনের কাজ শুরুর কথা। সাধারণত তা পেলে মাসে ১৫ কিমি করে লাইন বসাতে সক্ষম সংস্থা। জমির মালিক, সড়ক কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনের থেকে ছাড়পত্র নিতে হয় বণ্টন সংস্থাগুলিকেও। এইচপিসিএল সূত্রের দাবি, গয়েশপুর পুরসভার ছাড়পত্র বছরখানেক ধরে মেলেনি। রাজ্যের পূর্ত দফতরের সহযোগিতার কথা বললেও রেল ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের থেকে সম্মতি পেতে সময় লাগছে। বিজিসিএল-ও বলছে দ্রুত ছাড়পত্র জরুরি। নবান্ন অবশ্য দ্রুততার সঙ্গে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

গেলের পাইপলাইন বৃত্তান্ত

- জগদীশপুর (উত্তরপ্রদেশ)-হলদিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন এসেছে পানাগড় পর্যন্ত।
- মার্চ-এপ্রিলে সেখান থেকে রাজারামবাটি হয়ে গঙ্গার নীচ দিয়ে সেটি গয়েশপুর পৌঁছনোর সম্ভাবনা।
- বণ্টন সংস্থার পাইপলাইন তৈরি হলে তখনই গয়েশপুর থেকে কলকাতায় সরাসরি গ্যাস জোগানও শুরু হবে।
- সেপ্টেম্বরের মধ্যে গঙ্গার নীচের মূল পাইপলাইন তৈরির কাজ শেষের আশা।
- আপাতত তিনটি বণ্টন সংস্থাকে ট্রাকে কাসকেডে করে কোল বেড মিথেন গ্যাসের জোগান দিচ্ছে গেল।
- পাইপলাইন চালু হলে সব বণ্টন সংস্থাকেই তার মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা যাবে।
- রাজারামবাটি থেকে হলদিয়ার পাইপলাইন যাবে রূপনারায়ণের নীচে দিয়ে। কত দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে, তা নির্ভর করছে জমির ছাড়পত্রের উপরে।
- গাড়ি, বাড়ি-হোটেল-রেস্তরাঁ ও শিল্পোৎপাদনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে এই গ্যাস।

ANANDABAZAR PATRIKA DATED 27.07.2022

রাজ্যে আরও সিএনজি পাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা

দেড় দশকেরও বেশি আগে চর্চা শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেল-এর রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগানের পরিকল্পনা নিয়ে। যা গাড়ির জ্বালানি (সিএনজি) হিসেবেও ব্যবহার হওয়ার কথা। নানা জট পেরিয়ে সেই পাইপলাইন প্রকল্প এগোচ্ছে। নির্মাণ শেষ হলে তাতে করে রাজ্যে আসবে প্রাকৃতিক গ্যাস। যার মধ্যে অন্যতম কোল বেড মিথেন (সিবিএম) এখন আসছে ট্রাকে। গেল-এর সিবিএম কিনে তিনটি বণ্টন সংস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাংশে ৩৩টি সিএনজি পাম্প চালু করেছে। চলতি অর্থবর্ষে (২০২২-২৩) চারটি (যোগ দেবে আরও একটি) বণ্টন সংস্থার আরও অন্তত ৪০টি চালুর লক্ষ্য। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, সিএনজি গাড়ির বিক্রি এবং পুরনো গাড়িতে সিএনজি কিট বসাতে রাজ্যের পদক্ষেপের সুফল পুরো মিলছে না। রাজ্য অবশ্য দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

দেশে গ্যাস বণ্টনের জন্য অঞ্চল ভাগ করে বিভিন্ন সংস্থাকে বরাত দেয় নিয়ন্ত্রক পিএনজিআরবি। বেঙ্গল গ্যাস (বিজিসি), ইন্ডিয়ান অয়েল আদানি গ্যাস (আইওএজি), হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসি), ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি) এবং ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসি) এ রাজ্যে বরাত পেয়েছে। কিন্তু সিএনজি বিক্রি নির্ভর করবে গাড়ির চাহিদার উপরে। তাই বণ্টন সংস্থাগুলির পাশাপাশি গাড়ি সংস্থা, ডিলার এবং পুরনো গাড়িতে সিএনজি-কিট জোড়ার সংস্থাকে নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনায় বসেছিল এইচপিসি। সেখানেই নতুন পাম্প চালুর কথা জানান বণ্টন সংস্থার কর্তারা। বিজিসি-র সিএনজি পাম্প ৭টি। খুলবে আরও ৮-১০টি। এইচপিসির ১০ থেকে হবে ২৫টি। চালু ১৬টির পরে আরও ৭টি খুলবে আইওএজি। বিপিসি-র লক্ষ্য চার জেলায় ১০টি পাম্প।

গাড়ি সংস্থা ও ডিলারদের বক্তব্য, সিএনজি গাড়ি নিয়ে আগ্রহ থাকলেও বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের দামের ফারাকে সমস্যা হচ্ছে। আবার রাজ্য সিএনজি গাড়িতে কিছু ছাড় দিলেও, সেটি নথিভুক্তির নিয়মকানুন নিয়ে আঞ্চলিক পরিবহণ দফতরগুলি ধোঁয়াশায়। বাণিজ্যিক গাড়ির 'অফার লেটার'-এ সিএনজি-র বিষয়টি লেখা যাচ্ছে না। পুরনো গাড়িতে কিট বসানোর সংস্থা বলছে, তারা লাইসেন্স পেলেও গাড়ির নথিতে উল্লেখ করা যাচ্ছে না। তবে সকলেই জানিয়েছে, পরিবহণ দফতর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম ঘোষের বক্তব্য, ১৫ বছরের বেশি বয়সের সিংহভাগ ডিজ়েল-ট্যাক্সিই ২০২৩-২৫ সালের মধ্যে বাতিল হবে। সেই সীমা না বাড়ালে বাড়তি গুনে গাড়িগুলি সিএনজি-তে বদলে লাভ! তার সিলিন্ডার বসালে পিছনে মালপত্র রাখার জায়গাও কার্যত থাকবে না। অথচ কলকাতায় গাড়ির ছাদে মাল নেওয়ার অনুমতি নেই। এই সমস্যারই বা সমাধান কী, প্রশ্ন তাঁর।

রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস

- জগদীশপুর (উত্তরপ্রদেশ)-হলদিয়া, ধামড়া-হলদিয়া এবং বারাউনি-গুয়াহাটি— এই তিনটি প্রধান পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগাবে গেল।
- জগদীশপুর-হলদিয়া পাইপলাইন এসেছে পানাগড় পর্যন্ত। সেখান থেকে রাজারামবাটি হয়ে গঙ্গার নীচ দিয়ে সেটি গয়েশপুর পৌঁছতে পারে আগামী মার্চ-এপ্রিলে।
- রাজারামবাটি থেকে হলদিয়ার পাইপলাইন যাবে রূপনারায়ণের নীচ দিয়ে।
- উত্তরবঙ্গে গ্যাস যাবে মূলত বারাউনি-গুয়াহাটি পাইপলাইন থেকে।
- শিল্পোৎপাদন, পরিবহণের পাশাপাশি বাড়ি, হোটেল-রেস্তরাঁয় রান্নার কাজে ব্যবহৃত হবে সেই গ্যাস। কমবে দূষণ।
- রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তা বণ্টনের বরাত পেয়েছে আইওসি-আদানি গোষ্ঠী, বিজিসি, এইচপিসি, আওসি, বিপিসি।

TIMES OF INDIA DATED 27.07.2022

Greater Kol to get 10 more CNG stations by March end

42 New Stns To Come Up In Bengal

Uditprasanna.Mukherjee
@timesgroup.com

Kolkata: Greater Kolkata region will have 10 more CNG stations by the end of March 2023, taking the total number to 15. Across the state, 42 new CNG stations will commence operation by then, taking the count to 73. This was disclosed during a stake holders' discussion on CNG and city gas distribution organized by HPCL on Tuesday.

The head operations and marketing of Bengal Gas, P K Biswas, pointed out that it has now seven CNG outlets in its command area of Greater Kolkata that includes entire KMC area, North 24 Parganas up to Barasat, New Town and Budge Budge in South 24 Parganas along with some parts of Hooghly, adjacent to the city. Incidentally, Bengal Gas is a JV between Greater Calcutta Gas Supply and Gail for CNG and city gas distribution in Kolkata and adjacent areas. The entity has also introduced piped gas (PNG) to some housing complexes in the city including Urbana.

Biswas argued that it is now supplying CNG to Kolkata by bringing the gas through tankers. However, he feels that unless gas reaches the city through pipeline, expanding CNG networks in big way would be difficult. "Unless the pipeline is on the outskirts of the city, it would be difficult to achieve our target of having 130 CNG stations in five years in Greater Kolkata," he added.

The GM (CGD) of HPCL, Sanjoy Ghosh, said that it has a target of coming up with another 15 CNG stations in its command area by the end of this fiscal. Currently, the PSU oil major has 10 CNG stations. The HPCL's authorized areas for CNG and city gas distribution include Howrah, Hooghly, Nadia, North 24 Parganas, South 24 Parganas, Darjeeling, Jalpaiguri and North Dinajpur. Besides, it has also got Malda, South Dinajpur, Birbhum and Murshidabad in the last round of bidding. It has a target to set up 400 CNG stations in next five-six years in its command area. Besides, HPCL has also set a target for PNG connections in different districts. The total investment estimated by HPCL is over Rs 5,500 crore in next few years.

The representative of IOC Adani JV that got CNG and city gas distribution rights for East and West Burdwan added that in next eight years, it will install 80 CNG stations in the area. Now it has 16 CNG outlets in the area. BPCL— which is a smaller player for CNG in the state — targets to open 10 outlets in next one year in Purulia, Bankura, Alipuduar and Coochbehar.

'CONVERSION A CHALLENGE'

- State will have 42 new CNG stations by this fiscal
- Total CNG station count in state will be 73
- Now city has seven CNG stations

The CNG conversion of taxis and private cars is a challenge due to the lack of clarity in law, feel stakeholders. The general secretary of Bengal Taxi Association, Ashim Ghosh, along with the representatives of CNG retro fitting companies pointed out that RTO Act in the state still does not have any provision for conversion from petrol and diesel to CNG

EI SAMAY DATED 27.07.2022

মার্চের মধ্যে শহরে চালু হবে আরও ১০ সিএনজি স্টেশন

এই সময়: চলতি অর্থবছরে বৃহত্তর কলকাতায় আরও ১০টি সিএনজি স্টেশন তৈরি হবে। আর রাজ্যের বাকি এলাকায় আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে ৩২টি নতুন সিএনজি স্টেশন পথ চলা শুরু করবে। মঙ্গলবার এইচপিসিএল আয়োজিত সিএনজি ও সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের উপরে এক আলোচনাসভায় বিভিন্ন সংস্থার তরফে একথা জানানো হয়েছে।

বেঙ্গল গ্যাসের অপারেশনস ও মার্কেটিং হেড পঙ্কজ বিশ্বাস জানান, বৃহত্তর কলকাতায় তাঁদের এখন সাতটি সিএনজি স্টেশন রয়েছে। বেঙ্গল গ্যাস কলকাতা পুরসভা এলাকা, উত্তর ২৪ পরগনায় বারাসত পর্যন্ত, নিউ টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ এবং কলকাতা লাগোয়া হুগলির কিছু এলাকায় শহরে পাইপ গ্যাস বণ্টন ও সিএনজি সরবরাহ করার দায়িত্ব পেয়েছে। রাজ্য সরকারের সংস্থা গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন ও গেইলের যৌথ উদ্যোগ বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড। আবাসনি-সহ শহরের বেশ কিছু আবাসনে বেঙ্গল গ্যাস পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে। বর্তমানে দুর্গাপুর থেকে ট্যাঙ্কারে করে গ্যাস নিয়ে আসার পর তারা তা পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করছে।

পঙ্কজের মতে, পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস কলকাতা পর্যন্ত না এলে বড় ভাবে সিএনজি নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ করাটা কঠিন। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পাইপলাইন আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাঁচ বছরে বৃহত্তর কলকাতায় ১৩০টি সিএনজি স্টেশন গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাটা আমাদের পক্ষে কঠিন।'

এইচপিসিএলের জেনারেল ম্যানেজার (সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন) সঞ্জয় ঘোষ জানান, চলতি অর্থবছরের মধ্যে তাঁদের কমান্ড এলাকায় ১৫টি নতুন সিএনজি স্টেশন গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এইচপিসিএলের ১০টি সিএনজি স্টেশন রয়েছে। এইচপিসিএল হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে সিএনজি এবং পাইপ গ্যাস বণ্টনের বরাত পেয়েছে। শেষ রাউন্ডের নিলামে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটির ঝুলিতে গিয়েছে। আগামী ৫-৬ বছরে তারা মোট ৪০০টি সিএনজি স্টেশন গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। পাশাপাশি, রাজ্যের ১২টি জেলায় তারা গৃহস্থ বাড়ি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানায় পাইপে করে প্রাকৃতিক গ্যাসও সরবরাহ করবে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক বছরে এইচপিসিএল প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকা লগ্নি করবে।

আইওসি আদানির যৌথ সংস্থা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে সিএনজি ও পাইপের মাধ্যমে গ্যাস বণ্টনের বরাত পেয়েছে। ওই সংস্থার এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আগামী ৮ বছরে তাঁরা ওই দুই জেলায় ৮০টি সিএনজি স্টেশন তৈরি করবেন। বর্তমানে সংস্থার ১৬টি সিএনজি স্টেশন রয়েছে। অন্য দিকে, আগামী এক বছরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ১০টি সিএনজি স্টেশন গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে বিপিসিএল।

বাজার দর

গহনার সোনা	পাকা সোনা
₹৪৮,৮০০ (-₹৫০)	₹৫১,৪৫০ (-₹৫০)

হলমার্কযুক্ত সোনার গয়না ₹৪৯,৫৫০ (-₹৫০)

প্রতি ১০ গ্রামের দাম, কর অতিরিক্ত

রুপোর দর (প্রতি কেজি) ₹৫৪,৯৫০ (₹০০)

মার্কিন ডলার	৭৯.৭২	০৯
ইউরো	৮০.৯৩	৪৭
ইয়েন (প্রতি ১০০)	৫৮.৫২	১৭
ব্রিটিশ পাউন্ড	৯৫.৭৯	২৪
সেনসেক্স	৫৫,২৬৮.৪৯	৪৯৭.৭৩
নিফটি	১৬,৪৮৩.৮৫	১৪৭.১৫

আজ শহরে তেল

- পেট্রল ₹ ১০৬.০৩ — দাম অপরিবর্তিত
- ডিজেল ₹ ৯২.৭৬ — দাম অপরিবর্তিত

* প্রতি লিটার ইন্ডিয়ান অয়েলের দর

The Telegraph Dated : 28.07.2022

State wants more time to phase out all old vehicles

Govt to seek NGT order extension

SUBHAJOY ROY

Calcutta: The state government will appeal to the National Green Tribunal to extend the six-month deadline that the tribunal has fixed for the state to phase out all vehicles that are 15 years old or older from Bengal, transport minister and Calcutta's mayor Firhad Hakim told **Metro** on Wednesday.

Hakim said the state government has already phased out several buses belonging to the transport department that were 15 years old or more. The six-month deadline is too short a time to phase out all such vehicles, he said.

The state transport will simultaneously issue a notification saying that all such vehicles have to be phased out.

"We will appeal to the NGT to extend the deadline. We are already taking steps to phase out vehicles that are 15 years old or more. We will also issue a notification mentioning that vehicles that are at least 15 years old must be phased out," he said. "There are questions of finance involved in this phasing out. Also, new vehicles have to be manufactured," he said.

The tribunal on Tuesday ordered the Bengal government to phase out all vehicles — both private and commercial — that are over 15 years within six months.

The tribunal's eastern zone bench said the state also has to phase out all public transport vehicles that are below BS IV emission norms within that timeframe.

"A huge number of private and commercial vehicles older than 15 years are plying in the cities of Kolkata and Howrah and also in other places in the State of West Bengal which amounts to few lakhs... It is, therefore, directed that all the old commercial and private vehicles... be phased out in the next six months," the order read.

There are over 92 lakh vehicles in the state — private and commercial combined — that are 15 years old or more, the ministry of road transport and highways had informed the tribunal through an affidavit in July 2019.

The city and the state need to have a fleet renewal policy along with a strategy to handle the scrap that will be generated in replacing these vehicles, an air quality management expert, who has followed a similar fleet renewal being executed in Delhi, said on Wednesday.

The scrap that will be created when the vehicles are phased out can harm the environment severely if not managed well, she said.

A taxi belching black fumes in the city. File picture

Anumita Roy Chowdhury, the executive director of New Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE) that the government should first identify and prioritise vehicles that have become completely unfit to run on roads.

"All commercial vehicles have to undergo an annual roadworthiness and fitness test. This will help the government identify vehicles that are unfit to ply. The government should prioritise the phasing out of such end-of-the-life vehicles," she said.

The prioritisation is necessary because the task at hand is mammoth.

The government should also have a policy on how to deal with scrap that will be generated.

If there is no strategy, then the waste will end up in dumping grounds, she said.

The government should also see that the vehicles discarded here are taken to other places and used there.

"Fleet replacement strategy must not shift pollution from old vehicles to regions in the airshed," said Roy Chowdhury.